শ্রেণি-X

কৌশিকী

ভাগ-2

নির্দেশক (মাধ্যমিক শিক্ষা), মানব সম্পদ উন্নয়ন বিভাগ, বিহার সরকার কর্তৃক অনুমোদিত ।

সৌজন্যে : রাজ্য শিক্ষা গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ পরিষদ, বিহার, পাটনা ।

© বিহার স্টেট টেক্সট্‌বুক পাবলিশিং কর্পোরেশন লিমিটেড

প্রথম সংস্করণ : 2010-11

মূল্য : টা০ 32.50

অক্ষর বিন্যাস : প্রিন্ট কেয়ার কো০, পাটনা

বিহার স্টেট টেক্সট্‌বুক পাবলিশিং কর্পোরেশন লিমিটেড, পাঠ্য-পুস্তক ভবন, বুদ্ধ মার্গ, পাটনা - 800001 কর্তৃক প্রকাশিত এবং সঞ্জয়শ্রী অফসেট প্রিন্টার্স, নয়াটোলা, পাটনা - 4 কর্তৃক 10000 পুস্তক মুদ্রিত।

প্রস্তাবনা

মানব সম্পদ উন্নয়ন বিভাগ, বিহার সরকারের সিদ্ধান্ত অনুসারে জুলাই 2007 থেকে 'বিহার রাজ্যের মাধ্যমিক শ্রেণিগুলির (I - X) জন্য নতুন পাঠ্যক্রম প্রবর্তন করা হয়েছে। ভাষা শিক্ষার এই নতুন পাঠ্যক্রমের উপর নির্ভর করে S.C.E.R.T কর্তৃক বিকশিত এবং বিহার রাজ্য পাঠ্য পুস্তক প্রকাশন নিগম কর্তৃক প্রচ্ছদ অলঙ্করণ করে মুদ্রিত করা হোল। এই বইটিকে বিহার রাজ্যের পাঠ্য পুস্তক রূপে স্বীকৃত করা হয়েছে।

বিহার রাজ্যে বিদ্যালয় স্তরের শিক্ষার (শ্রেণি – I থেকে XII) গুণগত মান বজায় রেখে শিক্ষাকে সার্থক করে তোলার সফল রূপকার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী নীতীশ কুমার, মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী শ্রী হরি নারায়ণ সিং এবং মানব সম্পদ উন্নয়ন বিভাগের মুখ্য সচিব শ্রী অঞ্জনী কুমার সিংহ। এঁদের সকলের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ।

আমাদের প্রত্যাশা এই বইগুলি রাজ্যের বর্তমান এবং আগামী প্রজন্মের জন্য জ্ঞানউপযোগী প্রমাণিত হবে। S.C.E.R.T র নির্দেশকের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ।

আমাদের পূর্ণ বিশ্বাস বর্তমান বইটি যুগোপযোগী এবং শিক্ষার্থীদের চেতনার বিকাশে সহায়ক হবে। যদিও বিকাশ ও পরিবর্ধনের যথার্থতা ভবিষ্যতই নিরূপিত করবে তবুও প্রকাশন এবং মুদ্রণে উৎকর্ষ বৃদ্ধির প্রতি দায়বদ্ধ বিহার রাজ্য পাঠ্য পুস্তক প্রকাশন নিগম সর্বদাই অভিভাবক, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের গঠনমূলক পরামর্শ গ্রহণ করতে আগ্রহী। এর ফলে দেশের শিক্ষা জগতে বিহার রাজ্য শ্রেষ্ঠ স্থান গ্রহণের অধিকারী হতে পারবে।

আশুতোষ, ভা.ব.সে

নির্দেশক,

বিহার রাজ্য পাঠ্য-পুস্তক প্রকাশন নিগম লিঃ

দিকনির্দেশ ঃ

শ্রী হাসান ওয়ারিস — নির্দেশক, রাজ্য শিক্ষা শোধ এবং প্রশিক্ষণ পরিষদ, বিহার ।

শ্রী রঘুবংশ কুমার — নির্দেশক (শৈক্ষণিক), বিহার বিদ্যালয় পরীক্ষা সমিতি (উচ্চ মাধ্যমিক বিভাগ), পাটনা

ড০ আবদুল মোইন — বিভাগাধ্যক্ষ, শিক্ষক শিক্ষা বিভাগ, রাজ্য শিক্ষা গবেষণ এবং প্রশিক্ষণ পরিষদ, বিহার ।

ড০ কাশিম খুরসিদ — বিভাগাধ্যক্ষ, ভাষা শিক্ষা বিভাগ, রাজ্য শিক্ষা গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ পরিষদ, বিহার ।

ড০ স্নেহাশিস দাস — অধ্যাপক, শিক্ষক শিক্ষা বিভাগ, রাজ্য শিক্ষা গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ পরিষদ, বিহার পাটনা

বাংলা ভাষা পাঠ্যপুস্তক বিকাশ সমিতি

অধ্যক্ষ — পূর্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়, অবসর প্রাপ্ত বিভাগীয় প্রধান (বাংলা) বি. এন. কলেজ, পাটনা

সংযোজক ঃ

ড০ বীথিকা সরকার, শিক্ষক পাটনা কলেজিয়েট স্কুল

মাননীয় সদস্যগণ ঃ

ড০ সাধনা রায়, কলেজ অফ কমার্স, পাটনা, মগধ বিশ্ববিদ্যালয়

ড০ বর্ণালী বসাক, রাজকীয় মহাবিদ্যালয়, গর্দানীবাগ, পাটনা

ড০ শুভ্রা চৌধুরী, সহশিক্ষক

ডা০ শামা পরভীন, সহশিক্ষক

সমীক্ষক ঃ

ড০ রাত্রি রায়, পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়

ড০ মমতা দাশ শর্মা, পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়

মুখবন্ধ

জাতীয় পাঠ্যক্রমের রূপরেখা 2005 এবং বিহার রাজ্য নির্ধারিত পাঠ্যক্রমের রূপরেখা 2006 এর উপর ভিত্তি করে বিকশিত ও নতুন পাঠ্যসূচির উপর নির্ভর করে এই বইটি রচিত হয়েছে। এই বইটি রচনাকালে মনে রাখা হয়েছে — "শিক্ষার উদ্দেশ্য হ'ল বিহারের স্কুল সমূহের শিক্ষার্থীদের এমনভাবে সক্ষম করে গড়ে দেওয়া যাতে তারা নিজ নিজ জীবনের লক্ষ্য স্থির করতে পারে এবং সেই লক্ষ্য পূরণে যথাসম্ভব সার্থক ও সঠিক পন্থা অবলম্বন করতে পারে। সেই সঙ্গে একথাও যেন তারা বুঝতে পারে যে সমাজের অন্যান্যদেরও এই ধরণের চেষ্টা করার পূর্ণ অধিকার আছে।" এই শিক্ষাক্রম আমাদের এই শিক্ষা দেয় যে বিদ্যালয় জীবন ও তার বাইরের জীবনচর্যার মধ্যে বিচ্ছিন্নতা থাকা উচিত নয়। পাঠ্যপুস্তক ও তার বাইরের জগতের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকা উচিত।

এই বইটিতে শিক্ষার্থীদের কল্পনা শক্তির বিকাশ, তাদের সৃজনীশক্তি, তাদের প্রশ্ন করা ও উত্তর পাবার মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ ও সৃজনাত্মক যাবতীয় কর্মকাণ্ডের পৃষ্টপোষক করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের সঙ্গে শিক্ষকদেরও এই প্রশ্নে একমত হওয়া উচিত। শিক্ষার্থীদের বইয়ের প্রতি অভিরুচি বাড়াবার জন্য আন্তরিক চেষ্টা করতে হবে। লেখক-পরিচয়, মূল পাঠ ও তৎসংলগ্ন অনুশীলনীতে দেওয়া প্রশ্নগুলিকে ছাত্রদের উপযোগী করে চিত্তাকর্ষক ভঙ্গিতে পরিবেশন করতে হবে। গ্রন্থটি বিকশিত করার সময় অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে রাখা হয়েছে। গ্রন্থ রচনার সময় স্মরণে রাখা হয়েছে প্রবহমান তার সঙ্গে সাহিত্যের সৃজনশীলতার মেলবন্ধন ঘটিয়ে এমন চিত্তাকর্ষক-ভাবে উপস্থাপন করতে হবে যাতে শিক্ষার্থীদের কাছে তা যেন বোঝা না মনে হয়।

হাসান ওয়ারিস
নির্দেশক
রাজ্য শিক্ষা-গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ পরিষদ,
পাটনা, বিহার

সংকলকের প্রতিবেদন

নতুন পাঠ্যক্রম অনুসারে দশম শ্রেণির জন্য এই সংকলন প্রকাশিত হ'ল । বাংলা সাহিত্যের প্রতিনিধি স্থানীয় কবি ও লেখকদের উল্লেখযোগ্য রচনাগুলির নির্বাচিত অংশ নিয়ে এই পুস্তকটি রচনা করা হয়েছে । বর্তমান যুগের ছাত্র-ছাত্রীদের মনে বাংলা গদ্য ও পদ্যের ধারাবাহিক বিকাশ সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট বুনিয়াদি ধারণা গড়ে দেওয়াই বর্তমান সংকলনের মূল উদ্দেশ্য। বাংলা ভাষার পুরাতন যুগের রচনার সঙ্গে নবীন যুগের সাহিত্যের সমন্বয় সাধন করে বর্তমান প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি করার চেষ্টা করা হয়েছে ।

একটা বাঁধা ধরা সময় সীমার মধ্যে পাঠ্যপুস্তক শেষ করে পরীক্ষায় বসতে হয়। এই সীমাবদ্ধতাকে মনে রেখে শিক্ষার্থীদের চেতনার বিকাশের সহায়করূপে বইটি গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে । যে ভাবধারা, মতান্ধতা ও অন্য প্রকার প্রগতি বিরোধী সংকীর্ণতাকে প্রশ্রয় দেয় সেই জাতীয় ভাবধারা-সম্বলিত লেখা এখানে পরিহার করে সংবেদনশীলতা ও সৃষ্টিশীলতা বৃদ্ধিতে সহায়ক প্রগতিশীল রচনাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। ধর্মের প্রতি উদারতা, ত্যাগের আদর্শে সমর্পণ, বিজ্ঞান চেতনার বিকাশে সহায়ক লেখাগুলিকে চয়ন করা হয়েছে । সাধু ও চলিত ভাষায় রচিত উভয় প্রকার লেখা সংকলনে গ্রহণ করা হয়েছে । আশা করা যায় শিক্ষকরা পড়াবার সময় সাধু ও চলিত ভাষা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে দেবেন ।

শিক্ষার্থীদের সুবিধার জন্য একটি পাঠের খানিকটা অংশ পড়ার পর পাঠ্যাংশের সম্ভাবিত সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে । মূল পাঠের শেষে বস্তুনিষ্ঠ প্রশ্নগুলি দেওয়া হয়েছে, যার শীর্ষক 'পাঠ বোধ' ।

একটি পাঠ পড়ার পর শিক্ষার্থী কতটা গ্রহণ করল বা পরবর্তী জীবনে সেই পাঠ তার সুন্দর সুষ্ঠ জীবন গড়তে কতটা সহায়ক হবে, সেই দৃষ্টিকোণ থেকেই **'আলোচনা করো' ও 'করতে পারো' এই দুইটি বিভাগ সংযোজিত হ'ল যা সম্পূর্ণরূপে লিখিত পরীক্ষা বহির্ভূত থাকবে ।**

'আলোচনা করো' বিভাগটি ক্লাসে বা কোন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণে সহায়ক হবে ।

'করতে পারো' বিভাগটিও অনুরূপভাবে শিক্ষার্থীদের সমাজ বা পরিবেশ সম্পর্কিত ভিন্ন ভিন্ন ধারায় সচেতনতা বৃদ্ধি ও গঠনমূলক কাজে প্রেরিত করবে । **'পড়ো, অজানাকে জানো, অচেনাকে চেনো'** এই শিরোনাম যুক্ত অংশটি বাংলাভাষা ও সাহিত্যের আঙ্গিনায় শিক্ষার্থীদের জ্ঞানের পরিধি

যাতে বিস্তার লাভ করে সেদিকে লক্ষ্য রেখে পাঠগুলি সংযোজিত হয়েছে। **এই বিভাগটিও সম্পূর্ণরূপে পরীক্ষা বহির্ভুত ।**

বর্তমান পাঠ্যপুস্তকটিতে যথাসম্ভব পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি কর্তৃক প্রকাশিত সরল বানান অনুসরণ করার চেষ্টা করা হয়েছে এবং কম্প্যুটরে ছাপার সুবিধার জন্য যুক্তাক্ষর গুলির সরল রূপ দেওয়া হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ কয়েকটির দৃষ্টান্ত এখানে দেওয়া হোল । যেমন —রু, – রু,, রূ – রূ, গু–গু, ন্তু – ন্তু, ন্ড – ন্ড, বাড়ী–বাড়ি, পাখী – পাখি, শ্রেণী – শ্রেণি, কাহিনী – কাহিনি ইত্যাদি ।

তোমাদের পাঠ্যপুস্তকে মূল পাঠে পুরোন বানান আছে শিক্ষার্থীরা চেষ্টা করবে সরল নতুন বানান পদ্ধতি অনুসরণ করবার ।

বর্তমান পাঠ্যপুস্তকের বানানে সর্বত্র একরূপতা রক্ষা করা সম্ভব হয়নি । পরবর্তী সংস্করণে যথাসম্ভব সংশোধনের চেষ্টা করা হবে ।

আজীবন বিহারের কুশী প্রাঙ্গনবাসী সর্বজন শ্রদ্ধেয় বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের 'কুশী প্রাঙ্গনের চিঠি' থেকে 'কৌশিকী' নামটি নেওয়া হয়েছে। বিহারের নদীগুলির মধ্যে অন্যতম প্রধান নদী কুশী বা কৌশিকী যা বিহারের সুখ-দুঃখের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, সে কথা স্মরণে রেখে বইটির নামকরণ করা হয়েছে ।

নব প্রজন্মের নবীন শিক্ষার্থীদের কথা ভেবে যুগোপযোগী এই বইটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা মূলকভাবে রচিত হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকের উন্নতি সাধনে শিক্ষার্থী ও মাননীয় শিক্ষকগণের গঠনমূলক সৃজনশীল পরামর্শ আমরা অত্যন্ত আনন্দ ও শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করব ।

শিক্ষার্থীরা যাতে কেবলমাত্র মুখস্থ বিদ্যার ওপর নির্ভরশীল না হয়ে পড়ে সেইজন্য শিক্ষকদের যথারীতি যত্নবান হয়ে তাদের সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশে সাহায্য করতে অনুরোধ করা হচ্ছে ।

বীথিকা সরকার

কোথায় কি আছে
গদ্য

বিষয়	পৃষ্ঠা
1. ছেলেদের খেলা — *রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর*	1 – 7
2. কবি ও নোবেল পুরস্কার — *প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়*	8 – 15
3. ফাঁসী সেলে বিলু — *সতীনাথ ভাদুড়ী*	16 – 27
4. সেই বইটি — *নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়*	28 – 41
5. অনাচার — *আশাপূর্ণা দেবী*	42 – 55
6. অমৃতকুম্ভের সন্ধানে — *কালকূট*	56 – 65
7. অদ্ভুত যত আউট — *শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়*	66 – 73
8. বাঙালী মুসলমানের স্বদেশে প্রত্যাবর্তন — *বদরুদ্দীন ওমর*	74 – 79
9. রাজবৈদ্য জীবক — *রাধিকারঞ্জন চক্রবর্তী*	80 – 88
10. বাতিওয়ালা — *হরিশংকর পরসাই*	89 – 97
11. আলাউদ্দীন খান	98 – 105
12. বাংলা ভাষা ও সাহিত্য - উদ্ভব, ক্রমবিবর্তন, অগ্রগতি	106 – 116

কোথায় কি আছে

পদ্য

বিষয়	পৃষ্ঠা
1. অঙ্গুরী সংবাদ — *কৃত্তিবাস ওঝা*	119 – 125
2. পূজারিণী *রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর*	126 – 136
3. জাত - বিচার — *লালন ফকির*	137 – 140
4. করমের যুগ এসেছে — *মুকুন্দ দাস*	141 – 145
5. ভৌগলিক — *প্রেমেন্দ্র মিত্র*	146 – 148
6. জননী জন্মভূমি — *সুভাষ মুখোপাধ্যায়*	149 – 155
7. কন্যা, তোমার মেঘবরণ কেশ — *মৃদুল দাশগুপ্ত*	156 – 159
8. দূষণ হটাও — *ডঃ হরপ্রসাদ সেনশর্মা*	160 – 164
9. উজান ডিঙি — *বাসুদেব দেব*	165 – 168
10. পথ দেখাবি না — *দেবাঞ্জন সেনগুপ্ত*	169 – 171

কোথায় কি আছে

পড়ো, — অজানাকে জানো, অচেনাকে চেনো

বিষয়	পৃষ্ঠা
1. তোতাকাহিনী — *রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর*	179 – 182
2. বৃথা দর্প — *রজনীকান্ত সেন*	183
3. এক আদ্যন্ত ভারতীয় লেখক — *শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়*	184 – 187
4. সুকুমার রায় নেই — *সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়*	188

গদ্য